৪

প্রথম আলো

তারিখ ... AUG. 09 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষার্থীর এমফিল ১১ বছর আটকে রাখা

অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে পরীক্ষা কমিটি থেকে অপসারণ, তদন্ত হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীর এমফিল ডিগ্রি ১১ বছর ঝুলিয়ে রাখায় অধ্যাপক এম এরশাদুল বারীকে পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত সোমবার একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি উঠলে শিক্ষকেরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুরুতে তারা পাঁচ বছরের জন্য অধ্যাপক বারীকে পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে আইনি দিক বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে তাকে এমফিল পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের পদ থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং সিন্ডিকেটের কাছে তদন্তের সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া আইন অনুষদের ডিন ড. বোরহান উদ্দীন খানকে আহ্বায়ক করে পরীক্ষা কমিটিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ডিগ্রিসংক্রান্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

সভায় শিক্ষকেরা বলেন, অধ্যাপক বারী প্রতিহিংসা থেকেই এক শিক্ষার্থীর ডিগ্রি আটকে রেখেছেন এবং এটাকে তারা এক ধরনের নৈতিক স্খলন বলে মনে করছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় যা শুনেছি, সেটা শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চরম অপমান ও লজ্জার বিষয়। অধ্যাপক বারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নৈতিক স্খলনের পর্যায়ে পড়ে কি না—এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, এটা খতিয়ে দেখতে সিন্ডিকেট তদন্ত কমিটি করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, দেরিতে হলেও প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব বলে তিনি আশা করছেন।

বিভাগের একজন শিক্ষক জানান, গবেষক আখতারুজ্জামানের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হলেন অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী। অধ্যাপক পাটোয়ারী ডিন নির্বাচনে এরশাদুল বারীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধও ছিল। এ জন্য তার অধীনে গবেষণা করায় গবেষককে অধ্যাপক বারী হয়রানি করেছেন।

জানা যায়, অধ্যাপক পাটোয়ারী ২০০৪ সালে মারা যাওয়ার পরও নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়নি। এক পর্যায়ে গবেষক আখতারুজ্জামান উকিল নোটিশ দিলে গত ১ আগস্ট আইন বিভাগের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী সিদ্দিকীকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এমফিল গবেষণা শেষ করতে হয়। পরীক্ষা কমিটির অন্য দুই শিক্ষক গবেষণাপত্র দেখে ডিগ্রি দেওয়ার জন্য ইতিবাচক মন্তব্য করলেও এরশাদুল বারী আংশিক সংশোধন ও পরিমার্জন করতে বলেন। তার মতামত অনুযায়ী সংশোধন করে গবেষক ১৯৯৮ সালে গবেষণাপত্র পুনরায় জমা দিলেও এরশাদুল বারী পাঁচ বছরে ধরে গবেষণাপত্রটি রেখে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক তাগাদাপত্রের পরও তিনি সাড়া দেননি। এক পর্যায়ে গবেষক তার গবেষণাপত্র ফেরত চেয়ে উকিল নোটিশ পাঠালে অধ্যাপক বারী চলতি বছরের জুলাই মাসে ডিগ্রি দেওয়া যায় না মন্তব্য করে প্রতিবেদন দেন।

এ বিষয়ে অধ্যাপক বারীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, অধ্যাপক পাটোয়ারী নিজে উপাচার্যকে দেওয়া একাধিক চিঠিতে তার অধীনে গবেষণা করায় শিক্ষার্থী প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।